

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিক্ষায় অনগ্রহ কাটাতে হবে

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্নাতকের সংখ্যা কমছে। ইউজিসির সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সহযোগী দৈনিক গত শুক্রবার জানায়, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্নাতক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে কলা বিভাগে অধ্যয়ন করছেন ৩৩ শতাংশ, সামাজিক বিজ্ঞানে ২৭ শতাংশ, বাণিজ্যে ২৩ শতাংশ। আর বিজ্ঞান, কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে সব মিলিয়ে শিক্ষার্থী রয়েছেন মাত্র ১১ দশমিক ৬ শতাংশ।

এছাড়াও ইউজিসির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, স্নাতক পর্যায়ে ২০১৩ সালে বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী কমে আগের বছরের তুলনায় শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। চিকিৎসায় কমেছে ১৮ দশমিক ২৭ শতাংশ। প্রকৌশলে উত্তীর্ণের হার এ সময় বাড়লেও তা খুব বেশি নয়। ৮ দশমিক ৮১ শতাংশ। অথচ এ সময়ে সামাজিক বিজ্ঞানে স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বেড়েছে ৩৯ দশমিক ৪২ শতাংশ। একইভাবে ২০১৩ সালে মানবিক স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বেড়েছে ২১ শতাংশ, ব্যবসায় প্রশাসনে ৭২ শতাংশ ও আইনে ৩১ শতাংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের এই অগ্রহহ্রাস দেশের উন্নয়নের জন্যে এক অশনিসংকেত। বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীদের এই অনগ্রহ বৈশ্বিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেননা অর্থনীতির সীমিত সম্পদের মাধ্যমে এক সময় আনুভূমিক উন্নয়ন বাধ্যমান হবে। সে ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্প্রসারণের প্রয়োজন পড়বে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্থায়ী ভিত এতে দুর্বল হয়ে পড়বে।

অনেক বিশেষজ্ঞই সচেতনতার অভাবকে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অগ্রহ কম থাকার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন। এতে হিমত না থাকলেও প্রধান কারণ অন্যত্র বলে ভাবা যেতে পারে। করপোরেট বাণিজ্য অর্থনীতি দ্রুত প্রসারিত হওয়ার কারণেই প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণার পরিধিও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রতি তরুণদের আগ্রহ কমছে। শিক্ষার এই প্রক্রিয়াটি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ব্যাপারে ঘুম ডাঙছে না। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথা ভেবেও শিক্ষা পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার প্রয়োজনও এই মন্ত্রণালয় কখনোই ভাবে না। সকিছুই চলছে গড়ালিকা প্রবাহে।

একদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আমাদের দৃঢ় অবস্থান, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতি ক্রমাগত অনগ্রহ— এই বিপরীত নীতি চলতে পারে না।

কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তির সব আয়োজন বাড়াতেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া হবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ তরুণ সমাজের সংখ্যা না বাড়ালে, বিজ্ঞানমনস্কতার ব্যাপক সম্প্রসারণ করতে না পারলে যান্ত্রিক আয়োজনে মরীচিকা ধরে যাবে।

তরুণদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষাকে লাভজনক করতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটাতে হবে। প্রসার করতে হবে গবেষণার সুযোগ। বাইরে আরও উচ্চতর জ্ঞান অর্জন, কর্মসংস্থানে যোগদান ও গবেষণা চালানোর সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। এজন্য থাকতে হবে শিক্ষা পরিকল্পনা।